সংবাদ

তারিখ 27 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পের দুর্নীতি বন্ধ করা হোক

সংবাদ গত সোমবার জানিয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হুমকির মুখে পড়েছে। এখানে ঘুষ বা উৎকোচ ছাড়া প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড় হচ্ছে না। এমনকি বহুকোটি প্রকল্পের পিডির ইচ্ছেমতো ঋণের অর্থ তছরুপ করারও অভিযোগ উঠেছে এখানে। খবর অনুযায়ী বোঝা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে এ দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী আমলারা। তারাই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা আমলে না নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থ কাটছাঁট করে ছাড় করছে মন্ত্রণালয়ের একটি চক্র। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনৈতিক পন্থায় খুশি করতে পারলে দ্রুতই প্রত্যাশিত অর্থ ছাড় করা যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

অর্থ ছাড়ে অহেতুক বিলম্ব না করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশির মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত হলেও তাও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এর ফলে দাতা সংস্থাগুলোও সময়মতো অর্থ ছাড় করতে পারছে না।

উল্লেখ্য, শিক্ষার মানোন্নয়নে এখানে ১১টি প্রকল্প রয়েছে। এরমধ্যে ১০টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্টের (সেকায়েপ) বিভিন্ন কেনাকাটা সংক্রান্ত অনিয়মের দায়ে গত বছর এ প্রকল্পের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্রয়সংক্রান্ত কমিটি বাতিল করা হয়নি।

খবর অনুযায়ী বিতর্কিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত এ কমিটি এখনও বহালতবিয়তে রয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই টিকিউআই প্রকল্পের প্রায় ১০ কোটি টাকার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এ টাকা কীভাবে কোথায় ব্যয় করা হয়েছে, কারা ব্যয় করেছে তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না এ প্রকল্পের কর্মকর্তারা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিশেষ করে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পের দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এর আগেও মিডিয়ায় এসেছে। শুধু অনিয়মই নয়, প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি সম্পর্কেও অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক সাফল্যের দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে তেমনি প্রকল্প নিয়ে নানা দুর্নীতিও রয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত কিছুসংখ্যক আমলা এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা এখনও মন্ত্রণালয় ও মাউশির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো আঁকড়ে রয়েছে। এদের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আসছে না।

শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোর দুর্নীতি ও হ-য-ব-র-ল অবস্থা দূর করার ব্যবস্থা এবং সুবিধাভোগী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। দায়ী কর্মকর্তাদের বদলি ও তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করাটাই যথেষ্ট নয়। কারণ বিভাগীয় মামলার ফয়সালা হতে যে কালক্ষেপণ হয় তাতে অপরাধীর অপরাধ বিচারে যথেষ্ট নয়। আর্থিক অনিয়মের বিচার ফৌজদারি আইনেই হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনের সংস্কার করতে হলে তাও করা হোক।